আমি তাজ্জব বনে যাই...

আনিসুর রহমানের “এ লজ্জা ঢাকি কি দিয়ে” লেখাটি আমাকে আমার পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল। আমি পুরনো ঢাকায় বড় হয়েছি। এখন ঢাকা শহরে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বড় বড় সেন্টার আছে। কিন্তু যে সময়ে আমি বেড়ে উঠেছি তখন এলাকার মাঠে প্যান্ডেল টানিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হতো। লম্বা কাঠের টেবিলে সাদা কাপড় পেতে বসার জন্য কাঠের চেয়ার সাজানো থাকতো। যেহেতু জায়গা বিশাল নয়, সেহেতু একবারে সব অতিথিদের খাবার দেওয়া সম্ভব হতো না। তাই ভাগ করে করে সবাইকে খাওয়ানো হতো। প্রথম ব্যাচ,দ্বিতীয় ব্যাচ...এভাবে চলতো খাবারের পর্ব। আমরা কোন বিয়েতে গেলে আমাদের টার্গেট থাকত কিভাবে প্রথম ব্যাচে বসা যায়? যদি প্রথম ব্যাচে বসা না যায় তখন চোখ রাখতাম কার খাবার আগে শেষ হবে? অনেককেই দেখতাম কেউ খাবার শেষ করার আগেই তার চেয়ারের পাশে দাড়িয়ে থাকতো। যেন সে উঠে গেলেই ধপ করে সেখানে বসে পড়তে পাড়ে। প্রথম ব্যাচ শেষ হবার সাথে সাথে ঐ টেবিলে বিছানো সাদা কাপড় পরিষ্কার করার আগেই লোকজন হুরমুর করে চেয়ারে বসে পড়ত। তারপর বেয়ারাগন এসে কাপড়,এটো থালা,গ্লাস নিয়ে যেত, এবং এর পরেই সবচেয়ে ভয়ংকর কাজটি শুরু হোত। দ্বিতীয় ব্যাচে যে কাপড়টি বিছানো হলো সেটি নতুন নয়। আগের ব্যাচের ব্যাবহৃত কাপড়টি আবার পেতে দেওয়া হলো। সেই কাপড়ে তরকারীর ঝোল, পোলাও তখনও লেগে আছে। ব্যাস এর মধ্যেই দ্বিতীয় ব্যাচের খাবার পরিবেশন করা হলো। এর মধ্যে দেখা গেল- প্রথম ব্যাচ এর খাবার আর দ্বিতীয়,তৃতীয় ব্যাচের খাবার পরিবেশনে একটু তফাৎ। বোরহানী আগের মত ঘন নয়। লোকজন বলা শুরু করেছে বোরহানীতে পানি মিশিয়েছে। প্লেটে মাংসের পরিমানও কম। এবার শুরু হোল কে কত তাড়াতড়ি খাবার নিজের প্লেটে নিতে পারে। ভয়- পাছে যদি খাবার না পায়? শুরু হয় প্রতিযোগিতা। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে না খেয়ে বাড়ী ফিরবে? এতো লজ্জার ব্যাপার। অতএব এই প্রতিযোগিতায় জিততেই হবে। আমার দেখা অধিকাংশ বিয়েতেই আমি এই রকম চিত্র দেখেছি। বন্ধুরা মজা করে বলতো আমি নাকি আজে বাজে বিয়েতে দাওয়াত পেতাম, তাই এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে ।আমি দেশ ছেড়েছি দশ বছর আগে এবং দেশ ছাড়ার আগেও বেশ নামিদামী বিয়েতে গিয়ে এ রকম দৃশ্য দেখেছি। বার বার ভাবার চেষ্টা করেছি আসলে সমস্যাটি কোথায়? বিষয়টা কি এই যে যারা ঐ সব অনুষ্ঠানে যান তারা খেতে পান না? উহু তা নয়। কারন ঐ সকল অনুষ্ঠান থেকে বের হবার পথে দেখতাম কিছু লোক থালা নিয়ে পথে বসে আছে। অর্থাৎ- তাদের ঐ খাবারের উৎসবে ঢোকা নিষেধ। তার মানে যারা অনুষ্ঠানে গিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে খাবার আছে। তাহলে খাবার নিয়ে এমন প্রতিযোগিতা কেন? আমার ধারনা, আমাদের মনে এক ধরনের ভয় আমাদের এই রকম আচরনে বাধ্য করে। ভয়টি কিসের? ভয়টি হচ্ছে খাবার শেষ হয়ে যাবার ভয়,বোরহানী পাতলা হয়ে যাবার ভয়,মাংস কম পাবার ভয়। ছোট বেলা যে ভয়টি ঘাড়ে চেপে বসেছে সেটি বাক্স প্যাটরার সাথে সুদূর বিদেশেও চলে এসেছে ।

খাবার পরিবেশন যে খাবারের একটি অংশ সেটি আমরা অনেকেই জানিনা। সুন্দর ভাবে খাবার পরিবেশন মানুষের মনে খাবার সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মায় এবং গবেষণা বলে খাবারের পরিবেশনে রং,গন্ধ,খাবারকে আরো মুখরোচক করে তুলে। সে কারনেই বোধ হয় থ্রি কোর্স, ফাইভ কোর্সের খাবারের প্রচলন আছে। আমরা ছোটবেলা শিখেছি খাবারের সময় কথা বলতে হয় না। চুপ করে খাবার খেয়ে উঠে যেতে হয়। অথচ গবেষণা বলে খাবারের সময় গল্প করা খাবারকে আরো সুস্বাধু করে তুলে, হজমে সাহায্য করে। অথচ কি আশ্চর্য্য এই বিষয় গুলো আমাদের জীবন যাপনে যেন একেবারেই অদৃশ্য।

আমার ধারনা কোন বিয়ে বাড়ী বা কোন বড় খাবারের অনুষ্ঠানে আমরা যে ধরনের আচরন করি মানুষের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে গিয়ে ঠিক সেই রকমের আচরন করি না। কারন বড় অনুষ্ঠানে খাবার কম পরার ভয়টি সব সময় থাকে কিন্তু মানুষের

বাড়ীতে দাওয়াতে সম্ভবত সেই ভয়টি নেই। আরো একটি বিষয় ও ভাবার আছে, বিয়ের বা পাবলিক অনুষ্ঠানে বা সবাই পরিচিত নয় অতএব কিভাবে খাবার নিলাম কাকে ধাক্কা দিলাম কে পরোয়া করবে? এখানে চক্ষু লজ্জার ভয় নেই।

এমন দৃশ্য কখনো দেখেছেন যে খাবার নিয়ে নিজের টেবিলে না গিয়ে আশে পাশে দাড়িয়ে খাচ্ছে যেন খাবার শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় বার খাবার নিতে পারে বা খাবার শেষে আগে গিয়ে ঐ মিষ্টান্ন নিয়ে আসতে পারে? এখানেও ঐ খাবার শেষ হয়ে যাবার ভয়টি ওদের তাড়া করে। অথচ আশ্চর্য্যভাবে এই আমরাই বিদেশী কোন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ন ভিন্ন রকমের আচরন করেন। কেন? সম্ভবত আমরা তখন অন্য পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় বেশী মনোযোগ দেই। সারাক্ষন তটস্ত থাকি পাছে যেন কোন ভুল না করে ফেলি! কিন্তু নিজের পরিচিত পরিবেশে যেন সেই ভয়টি নেই। নিজের পরিচিত পরিবেশে যা করি মনে হয় সবই ঠিক। অতএব লাইন ভেঙ্গে খাবার নেয়া, কারো হাতের ফাঁক দিয়ে টিস্যু নেয়া- কোন ব্যাপারই না। কিন্তু আমরা কি কোন অনুষ্ঠানে শুধু খাবারই খেতে যাই? আমাদের কেউ নিমন্ত্রন জানালে আমরা সুন্দর করে সেজে যাই। নিমন্ত্রনের মূল অর্থ যদি হয় 'পেট ভরা খাবার' তা হলে যেনতেন ভাবে কেবল সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে গেলেই তো হয়। সেজে গুজে যাবার দরকারটা কি? আসলে আমরা সাজি নিজের জন্য নয়, বরং যে দাওয়াত দিয়েছে তাকে সম্মান জানাতে- নিজেকে সুন্দর করে তার সামনে উপস্থাপন করি। ঠিক তেমনি যিনি খাবার পরিবেশন করলেন তিনি কেবল পেট ভরার জন্য খাবার গুলো যেন তেন ভাবে পরিবেশন করেন না। তিনি তার অতিথিদের সম্মান জানান তার খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে । প্রকাশ করেন তার শৈল্পিক সত্বা, তার রুচি । প্রথমে শুভেচ্ছা বিনিময়,তারপর কথা বার্তা,গল্পগুজব,খাবার এবং সব শেষে বিদায়-এই সব গুলোই সম্পর্ক যুক্ত। নিজের বাড়ীতে খাবার খাওয়া এবং অনেকের সাথে অনুষ্ঠানে খাবার খাওয়া এক নয়। খাবার এক হলেও তার স্বাদ নিশ্চিত ভিন্ন হবে।

খাবার কখন পরিবেশন হবে সেটাও জরুরী। যারা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন তারা কখন খাবার পরিবেশন করা হবে সে বিষয়ে একটু ভেবে দেখবেন। আমি এমন অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি যেখানে সন্ধ্যা সাতটার খাবার রাত দশটায়, দুপুরের খাবার দুপুর তিনটায় পরিবেশন করেছে। ক্ষুধায় যদি পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি মনে হয় তাহলে লাইন ভেঙ্গে খাবার নেবার প্রবনতা যে বাড়বে না তার গ্যারান্টি বাঙ্গালী দিতে পারবে না। আমার এক বন্ধুর মতে- মানুষ বেশী হোক কিংবা খাবার দেরীতে দেওয়া হোক- কিছু কিছু জাতি নিয়ম মেনেই খাবার নিবে । কারন ওরা নিয়মের মধ্যেই বেড়ে উটেছে। আর আমরা এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছি যেখানে নিয়ম দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায়। সব কিছুতে যেন একটু বিদ্রোহ,সংগ্রাম না করলে ভাল লাগে না।

সবশেষে ভাল সংবাদ দেই। এই লাইন ভাঙ্গা,বিদ্রোহ,সংগ্রাম এগুলো কিন্তু আমাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আমাদের প্রজন্ম এসব দেখে, হাসে আর বিস্ময়ে ভাবে,'আমাদের বাবা-মা'রা এ রকম করে কেন'?

জন মার্টিন
probashimartins@gmail.com